০৬ মে ২০১৮

বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের জন্য মিয়ানমারে 'মডেল গ্রাম' তৈরি এবং মিয়ানমারের সেনাপ্রধান কর্তৃক রোহিঙ্গাদের 'বাঙালী' অভিবাসী বলে দাবি

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এর উদ্বেগ ও নিন্দা

নিপীড়িনের শিকার হয়ে বাংলাদেশে আসা রোহিঙ্গাদের জন্য মিয়ানমারে যে মডেল গ্রামগুলো গড়ে তোলা হয়েছে, সেখানে তারা নিরাপদে থাকবে বলে মিয়ানমারের সেনাপ্রধানের মন্তব্য এবং রোহিঙ্গাদের 'বাঙালী' অভিবাসী বলে দাবি করার ঘটনায় আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) গভীর উদ্বেগ ও নিন্দা প্রকাশ করছে।

বিভিন্ন গণমাধ্যমসূত্রে জানা যায়, সম্প্রতি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রতিনিধিদল মিয়ানমার সফরে গেলে তাদের সামনে পরিস্থিতি নিয়ে বক্তব্য দেওয়ার সময় সেনাবাহিনী প্রধান মিন অং হ্লাইং 'নির্ধারিত এলাকায়' রোহিঙ্গাদের রাখার কথা বলেন। এ সময় তিনি রোহিঙ্গাদের 'বাঙালি' অভিবাসী বলেও দাবি করেন। এছাড়া মিয়ানমারের সেনাপ্রধান তাঁর নিজের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে মন্তব্য করেছেন, রোহিঙ্গাদের জন্য মিয়ানমারে 'মডেল গ্রাম' তৈরি করা হয়েছে। রোহিঙ্গাদের জন্য নির্মিত নির্ধারিত এ অঞ্চলটি বাংলাদেশে আশ্রিতদের জন্য 'নিরাপদ আবাস' হবে। এমনকি বাংলাদেশে পালিয়ে আশ্রয় নেওয়া নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের হত্যা, অগ্নিসংযোগ ও ধর্ষণের অভিযোগ নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেন তিনি।

নিজ বাসভূমি রাখাইনে ফিরে যাওয়ার ক্ষেত্রে রোহিঙ্গাদের মধ্যে যে নিরাপত্তাহীনতা কাজ করছিল, মিয়ানমার সেনাপ্রধানের এ বক্তব্যে সে শঙ্কা আরও বেড়ে গেছে ভুক্তভোগী রোহিঙ্গাদের মধ্যে। তাঁরা আশঙ্কা প্রকাশ করছেন, মিয়ানমারে ফেরার পর ওই বসতিগুলোতে তাঁদেরকে অনির্দিষ্টকালের জন্য আটকে থাকতে হবে।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) মনে করে, বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের বিষয়ে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে স্বাক্ষরিত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী মিয়ানমার কর্তৃক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের তাঁদের নিজ বাসভূমিতে ফেরত নেওয়ার কথা থাকলেও সেদেশের সেনাপ্রধানের এ ধরণের বক্তব্য রোহিঙ্গাদের মধ্যে অনিশ্চয়তা তৈরি করবে। এমতাবস্থায় আসক মিয়ানমার সরকার কর্তৃক বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের নিজবাসভূমিতে ফেরত নেওয়াসহ মিয়ানমার সেনাবাহিনীর প্ররোচনামূলক তৎপরতা বন্ধে অবিলম্বে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ কামনা করছে।